12918 - যাদুটোনা থকেে নরিাময়রে উপায়

প্রশ্ন

যনিি বদ্বিষেন, বশীকরণ বা অন্য কোন যাদুটোনা দ্বারা আক্রান্ত তার চকিৎিসার উপায় কি? মুমনি ব্যক্তি যাদুটোনা থকেে কভিাবে মুক্তি পতেে পারনে অথবা কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে যাদুটোনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কুরআন ও হাদসিে এ সম্পর্কতি কোন দুআ-দরুদ বা যকিরি-আযকার আছে কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাদুটোনায় আক্রান্ত ব্যক্তরি চকিৎিসার বভিন্নি পদ্ধতি রয়ছে: এক: যাদুকর কভিাবে যাদু করছে সটো আগে জানতে হবে। উদাহরণতঃ যদি জানা যায় য, যাদুকর কছিু চুল নর্দিষ্টি কোন স্থানে অথবা চরিুনরি মধ্যে অথবা অন্য কোন স্থানে রখেে দয়িছে। যদি স্থানটি জানা যায় তাহলে সে জনিসিটি পুড়য়িে ফলেে ধ্বংস করে ফলেতে হবে যাতে যাদুর কার্যকারতিা নষ্ট হয়ে যায়, যাদুকর যা করতে চয়েছে সটো বাতলি হয়ে যায়। দুই: যদি যাদুকরকে শনাক্ত করা যায় তাহলে তাকে বাধ্য করতে হবে যনে সে যে যাদু করছে সটো নষ্ট করে ফলে। তাকে বলা হব: তুমি যে তদবরি করছে সটো নষ্ট কর নতুবা তোমার গর্দান যাব। সে যাদুর তদবরিটি ধ্বংস করে ফলোর পর মুসলমি শাসক তাকে হত্যা করার নর্দিশে দবিনে। কারণ বশিুদ্ধ মতানুযায়ী, যাদুকরকে তওবার আহ্বান জানানো ছাড়া হত্যা করা হব। যমেনটি করছেনে- উমর (রাঃ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি আছে য, তনিি বলনে: "যাদুকররে শাস্তি হচ্ছে তরবাররি আঘাতে তার গর্দান ফলেে দয়ো।" যখন হাফসা (রাঃ) জানতে পারলনে য, তাঁর এক বাঁদি যাদু করে তখন তাকে হত্যা করা হয়। তনি: যাদু নষ্ট করার ক্ষত্রেে ঝাড়ফুঁকরে বড় ধরনরে প্রভাব রয়ছে: এর পদ্ধতি হচ্ছে- যাদুতে আক্রান্ত রোগীর উপর অথবা কোন একটি পাত্রে আয়াতুল কুরসি অথবা সূরা আরাফ, সূরা ইউনুস, সূরা ত্বহা এর যাদু বষিয়ক আয়াতগুলো পড়ব। এগুলোর সাথে সূরা কাফরিুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়বে এবং রোগীর জন্য দোয়া করব। বশিষেতঃ যে দুআটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে:

"আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবিলি বা'স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিাআ ইল্লা শফিাউক। শফিাআন লা য়ুগাদরিু সাকামা।"

(অর্থ- হে আল্লাহ! হে মানুষরে প্রতপিালক! আপনি কষ্ট দূর করে দনি ও আরোগ্য দান করুন। (যহেতেু) আপনইি রোগ

আরোগ্যকারী। আপনার আরোগ্য দান হচ্ছে প্রকৃত আরোগ্য দান। আপনি এমনভাবে রোগ নিরাময় করে দিন যেন তা রোগকে নির্মূল করে দেয়।)

জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দোয়া পড়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন সেটাও পড়া যেতে পারে। সে দুআটি হচ্ছে- "বিসমিল্লাহি আরক্বিকি মিন কুল্লি শাইয়িন য়ুযিকি। ওয়া মিন শাররি কুল্লি নাফসিন আও আইনিন হাসিদিন; আল্লাহু ইয়াশফিকি। বিসমিল্লাহি আরক্বিকি।"

(অর্থ- আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি। সকল কষ্টদায়ক বিষয় থেকে। প্রত্যেক আত্মা ও ঈর্ষাপরায়ণ চক্ষুর অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য করুন। আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ঝাড়ফুঁক করছি।)

এই দোয়াটি তিনবার পড়ে ফুঁ দিবেন। সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার পড়ে ফুঁ দিবেন। আমরা যে দোয়াগুলো উল্লেখ করলাম এ দোয়াগুলো পড়ে পানিতে ফুঁ দিতে হবে। এরপর যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তি সে পানি পান করবে। আর অবশিষ্ট পানি দিয়ে প্রয়োজনমত একবার বা একাধিক বার গোসল করবে। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী আরোগ্য লাভ করবে। আলেমগণ এ আমলগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। শাইখ আব্দুর রহমান বিন হাসান (রহঃ) 'ফাতহুল মাজিদ শারহু কিতাবিত তাওহিদ' গ্রন্থের 'নাশরা অধ্যায়ে' এ বিষয়গুলো ও আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেছেন। চার: সাতটি কাঁচা বরই পাতা সংগ্রহ করে পাতাগুলো গুড়া করবে। এরপর গুড়াগুলো পানিতে মিশিয়ে সে পানিতে উল্লেখিত আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। তারপর সে পানি পান করবে; আর কিছু পানি দিয়ে গোসল করবে। যদি কোন পুরুষকে স্ত্রী-সহবাস থেকে অক্ষম করে রাখা হয় সেক্ষেত্রেও এ আমলটি উপকারী। সাতটি বরই পাতা পানিতে ভিজিয়ে রাখবে। তারপর সে পানিতে উল্লেখিত আয়াত ও দোয়াগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। এরপর সে পানি পান করবে ও কিছু পানি দিয়ে গোসল করবে।

যাদুগ্রস্ত রোগী ও স্ত্রী সহবাসে অক্ষম করে দেয়া ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য বরই পাতার পানিতে যে আয়াত ও দোয়াগুলো পড়তে হবে সেগুলো নিম্নরূপ:

১- সূরা ফাতিহা পড়া।

২- আয়াতুল কুরসি তথা সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত পড়া।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الۡاَرۡضِ ؕ مَنۡ ذَا الَّذِیۡ یَشۡفَعُ عِنۡدَهٗۤ اِلَّا بِاِذۡنِهٖ ؕ یَعۡلَمُ مَا بَیۡنَ اَیۡدِیۡهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ ۚ وَلَا یُحِیۡطُوۡنَ بِشَیۡءٍ مِّنۡ عِلۡمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ کُرۡسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ ۚ وَلَا یَـُٔوۡدُهٗ حِفۡظُهُمَا ۚ وَهُوَ الۡعَلِیُّ الۡعَظِیۡمُ

(আয়াতটির অর্থ হচ্ছে-"আল্লাহ; তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমানসমূহে যা কিছু রয়েছে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর

অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারশি করবে? তাদরে সামনে ও পছিনে যা কছিু আছে সে সবকছিু তনিি জাননে। আর যা তনিি ইচ্ছে করনে তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানরে কোনো কছিুকইে তারা পরবিষ্টেন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আকাশসমূহ ও পৃথবিীকে পরব্যিাপ্ত করে আছ; আর এ দুটোর রক্ষণাবক্ষেণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। তনিি সুউচ্চ সুমহান।)

৩- সূরা আরাফরে যাদু বষিয়ক আয়াতগুলো পড়া। সে আয়াতগুলো হচ্ছ-

قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ (110) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (112) وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (122

(অর্থ- সে বলল, তুমি যদি কোন নদির্শন নয়িে এসে থাক, তাহলে তা পশে কর যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক। তখন তনিি নজিরে লাঠখিানা নক্ষিপে করলনে এবং তৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরতি হয়ে গলে। আর বরে করলনে নজিরে হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদরে চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দখোতে লাগল। ফরোউনরে সাঙ্গ-পাঙ্গরা বলতে লাগল, নশ্চিয় লোকটি বজি্ঞ-যাদুকর। সে তোমাদরেকে তোমাদরে দশে থকেে বরে করে দতিে চায়। এ ব্যাপারে তোমাদরে মতামত কি? তারা বলল, আপনি তাকে ও তার ভাইকে অবকাশ দান করুন এবং শহরে বন্দরে সংগ্রাহক পাঠয়িে দনি। যাতে তারা পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন বজি্ঞ যাদুকরদরে এনে সমবতে কর। বস্তুতঃ যাদুকররা এসে ফরোউনরে কাছে উপস্থতি হল। তারা বলল, আমাদরে জন্য কি কোন পারশ্রিমকি নর্িধারতি আছ, যদি আমরা জয়লাভ করি? সে বলল, হ্যাঁ এবং অবশ্যই তোমরা আমার নকিটবর্তী লোক হয়ে যাব। তারা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নক্ষিপে কর অথবা আমরা নক্ষিপে করছ। তনিি বললনে, তোমরাই নক্ষিপে কর। যখন তারা বান নক্ষিপে করল তখন লোকদরে চোখগুলো যাদুগ্রস্ত হয়ে গলে, মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং মহাযাদু প্রদর্শন করল। তারপর আমি ওহীযোগে মূসাকে বললাম, এবার নক্ষিপে কর তোমার লাঠখিানা। অতএব সঙ্গে সঙ্গে তা সে সমুদয়কে গলিতে লাগল, যা তারা যাদুর বলে বানয়িছেলি। এভাবে সত্য প্রকাশ হয়ে গলে এবং ভুল প্রতপিন্ন হয়ে গলে যা কছিু তারা করছেলি। সুতরাং তারা সখোনইে পরাজতি হয়ে গলে এবং অতীব লাঞ্ছতি হল। এবং যাদুকররা সজেদায় পড়ে গলে। বলল, আমরা ঈমান আনছ মহা বশ্বিরে প্রতপিালকরে প্রত। যনিি মূসা ও হারুনরে প্রতপিালক।)[সূরা আরাফ, আয়াত: ১০৬-১২২]

৪- সূরা ইউনুসরে যাদুবষিয়ক আয়াতগুলো পড়া। সগেুলো হচ্ছ-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

(অর্থ- আর ফরোউন বলল, আমার কাছে নয়িে এস সুদক্ষ যাদুকরদগিকে। তারপর যখন যাদুকররা এল, মূসা তাদরেকে বললনে:নক্ষিপে কর, তোমরা যা কছিু নক্ষিপে করে থাক। অতঃপর যখন তারা নক্ষিপে করল, মূসা বললনে, যা কছিু তোমরা এনছে তা সবই যাদু-এবার আল্লাহ এসব ভণ্ডুল করে দচ্ছিনে। নঃিসন্দহেে আল্লাহ দুস্কর্মীদরে কর্মকে সুষ্ঠুতা দান করনে না। আল্লাহ সত্যকে সত্যে পরণিত করনে স্বীয় নর্িদশেে যদওি পাপীদরে তা মনঃপুত নয়।)[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৭৯-৮২]

৫- সূরা ত্বহা এর আয়াতগুলো পড়া। সগেুলো হচ্ছে-

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69)

(অর্থ-তারাবললঃহমেূসা, হয়তুমনিক্ষিপেকর, নাহয়আমরাপ্রথমনেক্ষিপেকরি।
মূসাবললনেঃবরংতোমরাইনক্ষিপেকর।তাদরেযাদুরপ্রভাবহেঠাৎতাঁরমনহেল, যনেতাদরেরশগিুলোওলাঠগিুলোছুটাছুটকিরছে।
অতঃপরমূসামনমেনকেছিুটাভীতঅিনুভবকরলনে। আমবিললামঃভয়করোনা, তুমবিজিয়ীহবে।
তোমারডানহাতযোআছতেুমতিানক্ষিপেকর।এটাতারাকরছেযোকছিুসগেুলোকগে্রাসকরফেলেবে।তারাযাকরছেতোতোকেবেলযাদুকররে কলাকৌশল।যাদুকরযখোনইথোকুক, সফলহবনো।)[সূরা ত্বহা, আয়াত: ৬৫-৬৯]

৬- সূরা কাফরিুন পড়া।

৭- সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার করে পড়া।

৮- কছিু দোয়া দরুদ পড়া। যমেন-

“আল্লাহুম্মা, রাব্বান নাস! আযহবিলি বা’স। ওয়াশফি, আনতাশ শাফি। লা শফিাআ ইল্লা শফিাউক। শফিাআন লা য়ুগাদরিু সাকামা।” [৩ বার]

এর সাথে যদি এ দোয়াটওি পড়াও ভাল “বসিমল্লিাহি আরক্বকি মনি কুল্লি শাইয়নি য়ুযকি। ওয়া মনি শাররি কুল্লি নাফসনি আও আইননি হাসদিনি; আল্লাহু ইয়াশফকি। বসিমল্লিাহি আরক্বকি।”[৩ বার] পূর্বোক্ত আয়াত ও দোয়াগুলো যদি সরাসরি যাদুতে আক্রান্ত ব্যক্তরি উপরে পড়ে তার মাথা ও বুকে ফুঁক দয়ে তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় নরিাময় হবে।